# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
## জনসংযোগ শাখা
## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

**মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের নিকট চট্টগ্রাম জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপ এর স্মারকলিপি প্রদান**

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সোমবার, বিকেলে নগরভবনে মেয়র দপ্তরে চট্টগ্রাম জেলা সড়ক পরিবহন মালিক গ্রুপ এর একটি প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন এর নিকট সাম্প্রতিক চট্টগ্রাম মেট্রো আর টি সি এবং গন ও পন্য পরিবহনে পুলিশি হয়রানি ও নির্যাতন বন্ধের দাবীতে ৯ দফা দাবী সম্বলিত একখানা স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপির আলোকে মেয়র বলেন, নগরীর ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তাঘাটগুলো বর্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আগামী ৪ মাসের মধ্যে সংস্কারের মাধ্যমে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা হবে। তিনি বলেন, হকার ও ভাসমান কাঁচা বাচার ব্যবসায়ীদের চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শৃংখলার আওতায় আনায়নের পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে। এছাড়াও ভ্যানগাড়ীগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় এনে নির্দিষ্ট স্থানে বসার ব্যবস্থা করা হবে। মেয়র আরো বলেন, ট্রাক ও প্রাইম মুভার ট্রেইলার এর জন্য টোল প্লাজার দুপাশে প্রায় ২৫ একর জায়গায় টার্মিনাল নির্মানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। তিনি অন্যান্য দাবীগুলো পর্যায়ক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস প্রদান করেন। প্রদান কালে মেয়র এসব কথা বলেন। এসময় মেয়রের একান্ত সচিব মোহাম্মদ মঞ্জুরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম জেলা মালিক গ্রুপের সভাপতি মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু, মহাসচিব আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত মহাসচিব গোলাম রসুল বাবুল, নুরুল ইসলাম, মো. কলিম উল্লাহ কলিম, হাবিবুর রহমান, জাফর উদ্দিন চৌধুরী, শহিদুল ইসলাম সুমন, সিরাজদ্দৌলা, শাহজাহান, টিটো তালুকদার, শহীদ নাইম সুমন, রুবেল মহাজন, অহিদুর নুর কাদেরী, লিটন মহাজন, মো. ইকবাল হোসেন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

## প্রবীণ জননেতা ইসহাক মিয়ার ইন্তেকাল মাননীয় মেয়রের শোক

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা, সাবেক গণপরিষদ ও সংসদ সদস্য, চট্টগ্রাম বন্দরের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও রাজনীতির কিংবদন্তি জননেতা হাজী মোহাম্মদ ইসহাক মিয়া আজ ২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বেলা ১১টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রাম নগরীর ম্যাক্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্না---রাজিউন)। মরহুমের নামাজে যানাজা ২৫ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সকাল ১০ টায় নগরীর জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ৭ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান।

কিংবদন্তি এই নেতার মৃত্যুতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীন গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি সমবেদনা জানান।

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

## চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সুধি সমাবেশের তারিখ পরিবর্তন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণের ২য় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম নগরবাসীকে অবহিত করার লক্ষ্যে আগামী ২৬ জুলাই ২০১৭ খ্রি. বুধবার, বেলা ১১ টায় নগরীর লালখান বাজারস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে সুধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার তারিখ নির্ধারিত ছিল। দূর্যোগপূর্ন আবহাওয়ার কারনে উক্ত তারিখ পরিবর্তন করে ৩১ জুলাই ২০১৭ খ্রি. সোমবার বেলা ১১ টায় নগরীর লালখান বাজারস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে নির্ধারন করা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এ পরিবর্তনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সংশ্লিস্টদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করছে।

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

## প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে কে সি দে রোড, লালদিঘীর পাড় ও জেল রোড এর নালা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ধারাবাহিক উন্নয়ন কাজের অংশ হিসেবে নগরীর ৩২নং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ডস্থ কে সি দে রোড, লালদিঘীর পাড় ও জেল রোড এর নালা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করলেন মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। এডিপি' র অর্থায়নে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এ সকল নালা নির্মিত হবে। মেসার্স সেলিম এন্ড সন্স উক্ত কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। ২৩ জুলাই ২০১৭ খ্রি. রোববার, সকালে ফলক উন্মোচন ও মোনাজাত এর মধ্য দিয়ে নালা উন্নয়ন কাজের উদ্বোধন শেষে সুধী সমাবেশে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেন, চলতি অর্থ বছরে ৭শত ১৬ কোটি টাকার এডিপি' র বরাদ্দের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এ ছাড়াও জলাবদ্ধতা নিরসন, সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৮০৪ কোটি টাকার একটি প্রকল্প একনেকে উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে ৬ হাজার ৫শত ২৪ কোটি টাকার পৃথক ৩টি প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে আছে। এর মধ্যে সড়ক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে গৃহীত ৯২৪ কোটি টাকার ২টি প্রকল্প রয়েছে। এ সকল প্রকল্প আগামী একনেক সভায় উপস্থাপন হতে পারে। ৫ হাজার ৬শত কোটি টাকার একটি প্রকল্প চীনের সাথে জিটুজি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য পিআরডিতে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও এলইডি লাইটিং এর জন্য অপর একটি প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। মেয়র বলেন, সাম্প্রতিক বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামত করণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিকট ৫শত কোটি টাকা থোক বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সরকারের প্রতিশ্রুত উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট ২ হাজার ৫শত কোটি টাকা বরাদ্দ চেয়ে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় মেয়র তাঁর মেয়াদের মধ্যে প্রতিশ্রুত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সুধি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ৩২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী। এসময় কাউন্সিলর শৈবাল দাশ সুমন, রাউজান উপজেলা চেয়ারম্যান এহছানুল হায়দার চৌধুরী বাবুল, চসিক জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম, উপ সহকারী প্রকৌশলী মানষ কুসুম

চৌধুরী, আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক দিদারুল আলম, জসিম উদ্দিন, মহানগর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা জানে আলম, আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড আওয়ামীযুবলীগের সহ সভাপতি ইউসুফ হারুন মাসুদ, তপন সরকার, ছাত্রলীগ নেতা রুবেল, সঞ্জয় মহাজন ও মামুন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ জুলাই ২০১৭ খ্রি.

## নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডে মাস ব্যাপী চলবে বৃক্ষরোপন অভিযান ৪০ নং ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন অভিযান শুভ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন পরিবেশ উন্নয়নে ও নগরীকে গ্রীণ সিটিতে রূপান্তরে তার ভিশন ও পরিকল্পনা তুলে ধরে প্রিয় নবীজীর বাণী থেকে উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, কোন মুসলমান শষ্যের বীজ বপন করিলে কোন মানুষ বা পশু পাখি খায়, এমনকি যদি চোরে চুরি করিয়াও নিয়ে যায় তবে ঐ বাগানওয়ালা এবং ক্ষেতওয়ালা ছদগার সওয়াব পাইবে’ । মেয়র বলেন, বনজ, ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ মানবজীবনে আল্লাহর অফুরন্ত দান। বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের এ যুগে ঘূর্ণিঝড়, শ্বলোচ্ছাস, ভূমিকম্প সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচার জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করার জন্যই বৃক্ষরোপন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, আগামী এক বছরের মধ্যে নগরীকে সবুজ বেষ্টনির মধ্যে আনা হবে। সড়ক, দীপ, ফুটপাত, গোলচত্বর, যাবতীয় অফিস আদালত, সরকারি বেসরকারি স্থাপনা, লন, আঙ্গিনা সর্বত্র পরিকল্পিত সবুজায়নে ঢেকে দেয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচি সফল হওয়ার মধ্য দিয়ে নগরীকে প্রকৃত অর্থে গ্রীণ সিটিতে উন্নীত করা হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও মনোরম সবুজে সাঁজবে চট্টগ্রাম। নগরীর ৬০ লক্ষ মানুষের মনকে সতেজ ও সবুজ দেখতে চান। তিনি সুন্দর পরিবেশে নগরীকে সাজাতে চান। তাঁর ক্লিন ও গ্রীণ সিটির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নগরবাসীর সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে বলেন, এ বছর প্রতিটি ওয়ার্ডে ৫ হাজার করে বৃক্ষরোপন টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উম্মোচিত হয়েছে। ১ আগষ্ট ২০১৬ খ্রি. থেকে নগরীতে ডোর টু ডোর আবর্জনা সংগ্রহ ও ডাম্পিং কার্যক্রম চলছে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে, আবর্জনা সংগ্রহে ভ্যানগাড়ী ও বিন সরবরাহ করা হয়েছে, নগরবাসীর সহযোগিতায়

পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি পরিচ্ছন্ন চট্টগ্রামের স্বার্থে সকলকে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সহযোগী হওয়ার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে মেয়র বিভিন্ন শিক্ষার্থী,পেশাজীবি ও স্থানীয়দের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করেন। জাতীয় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পরিচালিত মাসব্যাপী কর্মসূচি ২২ জুলাই ২০১৭ খ্রি. শনিবার, বিকেলে নগরীর উত্তর পতেঙ্গা ৪০ নং ওয়ার্ডে এম আজিজ উদ্যানে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বর্তমান মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ৩য় বারের মত নগরীর ৪১ টি ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপন অভিযান পরিচালনা করছেন। ২০১৫ খ্রি. থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বৃক্ষ রোপন অভিযানকে নগরবাসীর ডোর টু ডোর কার্যকর করার অভিপ্রায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের এ উদ্যোগ। চসিক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ওয়ার্ড কার্যালয় এর মাধ্যমে মাসব্যাপী এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তিনি এম এ আজিজ উদ্যানে বৃক্ষের চারা রোপন করে এবং চারা বিতরণ এর মাধ্যমে মাসব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচির শুভ সূচনা করলেন। ডোর টু ডোর বৃক্ষের চারা পৌঁছে দেয়া এবং বৃক্ষরোপনে উৎসাহিত করার প্রয়াসে অনুষ্ঠিত সুধি সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চসিক ৫ম সাধারণ পরিষদের পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ২৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সামসুদ্দোহা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বন সংরক্ষক জগলুল হোসেন, চসিক সচিব মো. আবুল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ৪০নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির সদস্য হাজী জয়নাল আবদীন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আবদুর রহিম এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০১৭ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সুধীসমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী-লীগের সদস্য কামরুল হাসান বুলু, রোটারিয়ান মো. ইলিয়াছ, হাজী ওমর ফারুক, শাহাদাত হাসান সহ অন্যরা। বৃক্ষ রোপন অভিযানের এবারের শ্লোগান ছিল ‘সবুজ ভালবাসুন, বেশি করে গাছ লাগান’ । বৃক্ষরোপন কর্মসূচি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নারিকেল গাছ লাগিয়ে স্বাবলম্বি হওয়ার জন্য ৪০নং ওয়ার্ডের হাসিনার মাকে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা

হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বৃক্ষরোপন অভিযানে সেরা স্কুলকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা প্রদান করেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা